দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ OCT. 30 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

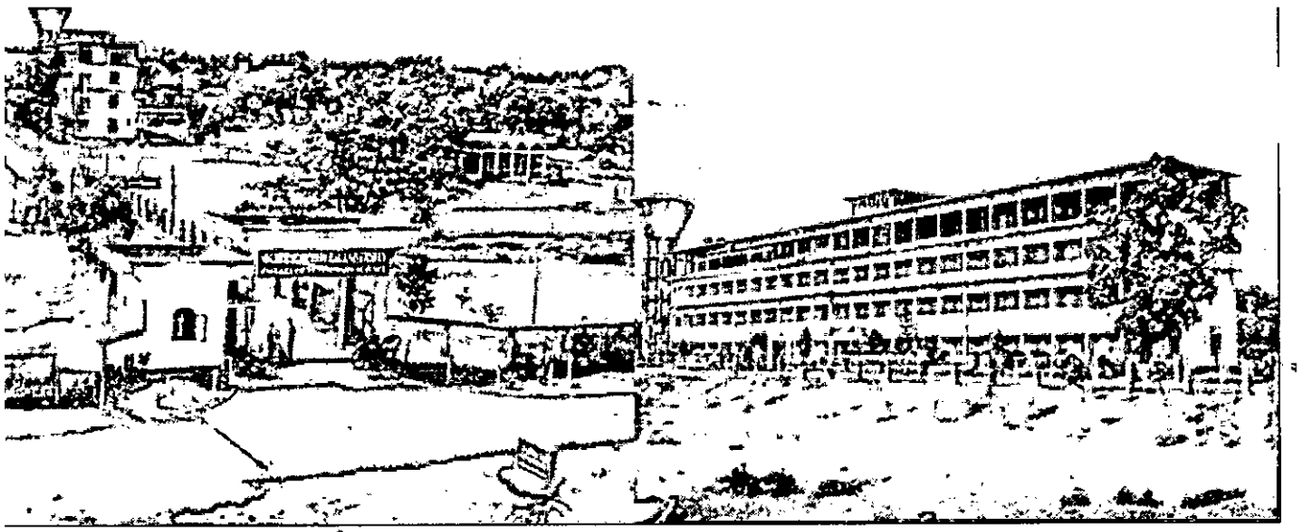

*লেট অফিস ঃ সিলেটবাসীর স্বপ্নের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়* -ইত্তেফাক

# ইমেজ সংকটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

॥ হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ও নূরুল আমীন ॥

সিলেটবাসীর দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফসল এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শ্ববিদ্যালয়। ১৯৯১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষাকার্যক্রম শুরুর মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের শিক্ষা আন্দোলনের গ্রযাত্রা শুরু হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রশাসনিক দুর্নীতি, শিক্ষক জনীতি ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা র্যক্রম চরমভাবে বিপর্যস্ত। চিহ্নিত মহলের কাছে জিম্মি হয়ে ড়েছে সাড়ে ৬ হাজার ছাত্রছাত্রী। ঐ মহলের স্বার্থের দ্বন্দ্বের াবর্তে ঘোরপাক খাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন। একই থে একসময়ের সেশনজট মুক্ত ও দেশের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন রাজনৈতিক কূটচালে ড়ে ইমেজ সংকটে ভোগছে। ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে এ প্রতিষ্ঠানের ীরব উজ্জ্বল অবস্থান । বর্তমানে ৫ মাস যাবৎ প্রতিষ্ঠানটি াষিত ও অঘোষিতভাবে বন্ধ রয়েছে।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যখন ছাত্র রাজনীতির কারণে বন্ধ য়ে সেশনজট বৃদ্ধি পায় তখন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ক বিপরীত মেরুতে ছিলো। শুরু থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয় এ শে সেশনজট মুক্ত অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত য়। ৪ বছরের কোর্স সাড়ে ৩ বছরে শেষ করে প্রথম দিকে

বিশ্ববিদ্যালয় সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ শ্ববিদ্যালয়েই ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষা বর্ষে দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম মিস্টার পদ্ধতি চালু হয় এবং গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরীক্ষা ল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯৮ সালের ২৯ এপ্রিল এ শ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত য়।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমেই সেশনজট বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিটি সেমিস্টারে এক বছর থেকে আড়াই বছরের সেশনজট দ্যমান রয়েছে। ২০০৫-০৬ সেশনে ভর্তি হওয়া ত্রছাত্রীদের এখনও ক্লাস শুরু হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়নি। অথচ শের অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। গত বছরের ভর্তি হওয়া ছাত্র ছাত্রীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছে। তাছাড়া প্রতিনিয়ত ঝামেলা লেগে থাকার কারণে কয়েক বছর যাবৎ কম মেধা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হচ্ছে শাবিতে।

**প্রতিষ্ঠার ইতিহাস**

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ করে স্থাপিত হয়নি। একটি শ্বিবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সিলেট অঞ্চলের মানুষকে সুদীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয়েছে। সে এক ইতিহাস। ১৯২১ সালের ১৯ আগস্ট আসামের তৎকালীন গভর্নর স্যার উইলিয়াম মরিস যখন সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর ম্যাকারে টিলায় স্থাপন করেন তখন তিনি ঘোষণা দেন যে, ভবিষ্যতে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে আর সে উদ্দেশ্যে তিনশ' একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এরপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আন্দোলন চলতে থাকে কিন্তু ভারত বিভক্তির ফলে সে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

১৯৪৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সিলেটের নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি এ দাবী পূরণের আশ্বাস দেন। ১৯৫৪, ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে এ দাবী নিয়ে সিলেটে আন্দোলন জোরদার হয়। ১৯৬২ সালের ১০ নভেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সিলেটের রেজিষ্টারী মাঠে যে বক্তৃতা দেন তাতে তারাও আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯৭০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে সিলেটবাসী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আন্দোলন মুখর হয়ে উঠে। ১৯৮২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন আন্দোলন আরো জোরদার হয়।

**সিলেটের সর্বস্তরের আন্দোলন সংগ্রামের ফসল**

সিলেটের রাজনীতিবিদগণ ও সর্বস্তরের মানুষ এ লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। জাতীয় সংস সাবেক স্পীকার মরহুম আলহাজ্ব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যে অবদান রেখেছেন অনস্বীকার্য। অবশেষে দেশে ক্রমবর্ধমান উচ্চ শিক্ষার চাহি পূরণকল্পে ১৯৮৬ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে শাহজাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারী করা হয় ১৯৮৭ সালের ১৮ মার্চ জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়। পূর্বে ১৯৮৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমি বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা প্রণয়ন করে। বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারণ কমিটি সিলেট শহরের অনতিদূরে সিলেট-সুনামগ সড়কের পাশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেন এবং উদ্দেশ্যে সর্বমোট ৩২০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়।

১৯৯১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী ভৌত বিজ্ঞান অনুষদে অধীনে পদার্থ বিজ্ঞান ও রাসায়ন এবং সামাজিক বিজ্ঞ অনুষদের অধীনে অর্থনীতি ডিসিপিন নিয়ে ৩টি বিভাগে ২ জন ছাত্র ছাত্রী নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম হয়।

**দীর্ঘ ১৫ বছরের অর্জন**

দীর্ঘ ১৫ বছর পর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির যতটুকু অগ্রগ হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা অব বলেছেন, এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সিলেট অঞ্চলে ছা ছাত্রীদের শিক্ষার হার ৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতাংশে উন্নতি হয়েছে। তবে ২০১৫ সালের লক্ষ্যম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নে লক্ষ্যম অনুযায়ী বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। ফলে অর্থ সংকট লে রয়েছে। অর্থাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম, ছা শিক্ষক কেন্দ্র, একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ কাজ আজো অস রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন হল নির্মাণ তাছাড়া শি শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক কোয়ার্টার নি হয়নি। পরিবহন সুবিধাও বৃদ্ধি হয়নি। মূলত শাবির বা ঘাটতি দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।